দৈনিক বাংলা

তারিখ 07 APR 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

12

শিক্ষার মান

বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন দেশের শিক্ষার মান উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। আমাদের দেশের শিক্ষার মান যে পড়ে গেছে এ বিষয় সম্ভবত এখন আর দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। কর্মকমিশন ৮৮ সালে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৫৩৩৮ জন প্রার্থীর শিক্ষাগত মান যাচাইয়ের জন্য সমীক্ষা চালিয়ে ১৯৯০ সালের যে বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করে তাতে শিক্ষার মানের নিম্নগতির বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

শিক্ষা যদি উন্নয়নের বাহন হয় তাহলে নিম্নমানের শিক্ষা অবশ্যই সে বাহনকে পঙ্গু করবে। এই প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ যেভাবে দ্রুত এগিয়ে চলেছে তাতে জরুরী ভিত্তিতে শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ গৃহীত না হলে আমাদের অস্তিত্ব নিয়ে সমস্যায় পড়তে হতে পারে একথা সত্যি। তবে শিক্ষার মান উন্নয়ন করার কথা বলতে গেলে নিম্নমানের কারণগুলি যেমন চিহ্নিত করতে হবে তেমনি এই কারণ দূর করার জন্য পদক্ষেপও নির্দিষ্ট করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, কর্মকমিশনের রিপোর্টে শিক্ষার নিম্নমানের কারণ হিসাবে না বুঝে মুখস্থ করা, মৌলিক বিষয় সম্পর্কে ধারণার অস্পষ্টতা ইত্যাদি বিষয়গুলি উল্লেখ করা হয়েছে। সত্য কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু না বুঝে মুখস্ত করার এই প্রবণতা কেন? আমাদের ধারণা, এ জন্য দুইটি পরিস্থিতি দায়ী। প্রথমত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যথাযথভাবে পড়ানোর ব্যবস্থা নেই। সব শিক্ষার্থীর পক্ষে নিজে নিজে পড়া-বোঝা সম্ভব নয়। আসলে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্যও সুশিক্ষকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এই সমাজের মান-সিকতা---জ্ঞানের জন্য বা জানার জন্য পড়া নয়, পাস করার জন্য পড়া। তাই এই পরিস্থিতি পাল্টাতে চাইলে প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতে শিক্ষিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক থাকেন এবং তারা যাতে নিষ্ঠার সঙ্গে শিক্ষাদানের ব্রত গ্রহণ করেন সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। দায়িত্ব কারও একক নয় নিশ্চয়। শিক্ষার্থী, অভিভাবক সবারই দায়িত্ব আছে। সেই সঙ্গে দেশে রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দেরও। শিক্ষাঙ্গনে যাতে খামোখা কোন বিশৃংখলা সৃষ্টি না হয় সে জন্য সবাইকে সচেষ্ট হতে হবে। কথায় কথায় ধর্মঘট, সন্ত্রাস করে অনির্দিষ্টকালের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা হলে শিক্ষার স্বাভাবিক ধারা ব্যাহত হবেই। শিক্ষক ও অভিভাবকরা শিক্ষার্থীদের মনে শিক্ষাপ্রীতি জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করবেন।

কমিশনের সমীক্ষায় ইংরাজী শিক্ষার চর্চা কমে যাবার কথাও বলা হয়েছে। বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত এ বিষয়ে কিছু বিভ্রান্তিও আছে। আমরা অবশ্য নিজ ভাষায় শিক্ষা গ্রহণে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করব। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে অন্য ভাষা শিখব না। উন্নত দেশেও একাধিক ভাষা শেখার ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া সাধারণ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বা অন্যান্য সকল বিষয়েই উচ্চ শিক্ষার পর্যায়ে ইংরাজীর সাহায্য আমাদের নিতে হয়। তাই ইংরাজী শিক্ষার ভিতটা শক্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

একটা জাতির পরিচয় তার শিক্ষা এবং সংস্কৃতিতে। শিক্ষার মান উন্নত করার বিষয়ে তাই সংশ্লিষ্ট সব পক্ষেরই বিশেষ তৎপরতা প্রয়োজন।